দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... 26 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ...

১৬

শিক্ষাঙ্গন

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব

একটি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই— এই সত্যের প্রতি আস্থা রেখে ইতিপূর্বে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয়া হয় এবং এই প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের পথে।

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও দেশে বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার পথ প্রশস্ত নয়। চারটি সাধারণ ও একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক / সীমিত কয়েকটি কলেজ ও ইন্সটিটিউটে কতিপয় ছাত্র এ সুযোগ লাভ করে। ফলে, মেধা থাকা সত্ত্বেও বিপুল এই জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা অংশ বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে '৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি শুরু হলে এই সংকটের সামান্য উত্তরণ ঘটবে। বর্তমানে এই সমস্যা সাময়িকভাবে কিছুটা সমাধানের জন্য উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার পূর্ব পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিজ্ঞান বিভাগে এক থেকে দেড়শ' জন করে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ২/৩টি সেকশনে ক্লাস নেয়া যেতে পারে।

বুয়েট যদি তার নির্দিষ্ট ৫শ' আসনের বিপরীতে গতবার ১-হাজার ছাত্রকে নিয়ে ক্লাস চালিয়ে যেতে পারে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এরূপ অতিরিক্ত ছাত্র পড়ানো অবশ্যই অসম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের শিক্ষার প্রতি অধিক আন্তরিক থাকা এবং তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান করা। আবাসিক সমস্যাকে একটি প্রধান অজুহাত হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বদাই বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু যে সব ছাত্রের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে আসন না পাওয়া তাদের জন্য কোন সমস্যাই নয়। স্থানীয়ভাবে মেসে থেকে কিংবা সাধারণ পরিবহণে (বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাস ছাড়াই) ঢাকা থেকে এসে তারা অত্যন্ত সাবলীলভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। অন্তত পরীক্ষামূলকভাবেই একবার অতিরিক্ত ছাত্র নিয়ে এ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে সফলতা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে অনাবাসিক হিসেবে ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সমীপে আকুল আবেদন, বিজ্ঞান শিক্ষার স্বার্থে এই অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির অনুমতি দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিন। এর ফলে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক ছাত্রের মেধা জাতি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে। অন্যথায় মেধা থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার না করার দায় জনগণকেই বহন করতে হবে।

—মোহাম্মদ আবদুল্লাহ